দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে বছরে ২০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় সম্ভব যদি—

সরকার শিক্ষা বিস্তারে কিন্ডারগার্টেনের অবদান স্বীকার করে। কিন্ডারগার্টেনের ছাত্রছাত্রীদের বিনা মূল্যে বই প্রদান করে। ৫ম শ্রেণী ও ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার সুযোগ দেয়। এসএসসিতে কমপেক্ষ ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর বোর্ড পরীক্ষার অনুমতি দেয়। কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সাইনবোর্ডে সরকার অনুমোদিত কথাটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়। তাহলে সরকার স্কুলপ্রতি প্রতি বছর ৫ হাজার টাকা হারে অনুমতি ফি গ্রহণ করতে পারে, যা প্রতি বছর নবায়নযোগ্য। সেক্ষেত্রে দেশে বর্তমানে বিদ্যমান প্রায় ৪০ হাজার কিন্ডারগার্টেন থেকে সরকারের বার্ষিক রাজস্ব আয় আসবে (৪০,০০০×৫,০০০)= ২০ কোটি টাকা। উপরোক্ত সুবিধাদি প্রদান করলে প্রতিটি কিন্ডারগার্টেন বছরে ৫ হাজার টাকা সরকারকে দিতে কার্পন্য করবে না। কিন্তু কিন্ডারগার্টেনগুলোর সরকার যদি কোনপ্রকার ব্যবসায়িক সুবিধা না দিয়ে শুধু ইনকাম ট্যাক্স আদায়ের পরিকল্পনা নেয় তাহলে একদিকে যেমন সরকার আশানুরূপ রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে, তেমনি দেশের প্রায় অর্ধেক কিন্ডারগার্টেন বন্ধ হয়ে যাবে।

আবার শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত সহজ শর্তে কিন্ডারগার্টেনগুলোকে অনুমতিপত্র দেবে, যা প্রতি বছর নবায়ন বাধ্যতামূলক। শর্তগুলো ঃ ক. কমপক্ষে ৫ কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়ির '১শ' ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে ৫ বছরের ভাড়ার দলিল বা নিজস্ব বাড়ির দলিলের ফটোকপি জমা দিতে হবে। খ. ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলগুলোর জন্য কমপক্ষে ৭ জন গ্রাজুয়েট শিক্ষকের কাগজপত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে। গ. ১০ম শ্রেণীর স্কুলের ক্ষেত্রে আরও অতিরিক্ত ১০ জন গ্রাজুয়েট শিক্ষকের কাগজপত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে। ঘ. স্কুলের মালিক বা পরিচালককে কমপক্ষে গ্রাজুয়েট হতে হবে। এবং ঙ. শিক্ষকের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য পরিচালকের নামে কমপক্ষে ১ লাখ টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স দেখাতে হবে।

সরকারের অনুমতি পেলে সরকারের সঙ্গে উপরোক্ত সব বিষয় নিয়ে আমরা কিন্ডারগার্টেনের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবর্গ আলোচনায় বসতে চাই। বিষয়টি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রীর সদয় বিবেচনার জন্য অনুরোধ রইল।

প্রিন্সিপাল শেখ মো. জাকির হোসেন
পরিচালক-হলি চাইল্ড মডেল স্কুল
দনিয়া, ঢাকা।
মহাসচিব
বাংলাদেশ চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রী স্বাগত জানিয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, সরকার ছাত্রদের কল্যাণে সম্ভাব্য সবকিছু করবে। বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রধান-মন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা হারিছ চৌধুরী জানান, প্রধানমন্ত্রী উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা প্রমাণিত যে, তার পদত্যাগ করা উচিত। ইউএনবি।

হারিছ চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী চান সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করুক। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা বলেন, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ও অন্য সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে গত কয়েকদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তা কারও কাম্য নয়।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে উপাচার্যের পদত্যাগ প্রয়োজন ছিল। আমি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। একজন মন্ত্রীর নির্দেশে শামসুন্নাহার হলে এ ঘটনা ঘটেছে বলে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি এ রকম একটি খবর পত্রিকায় পড়েছি। তবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার খাতিরে এ মুহূর্তে কিছু বলতে চাই না। ছাত্রদলের আক্রমণের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি এটিও পত্রিকায় পড়েছি।